তারিখ ০1 OCT 2016 পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

যুগান্তর

খুলনায় একসঙ্গে দুই কলেজের শিক্ষক প্রতিমন্ত্রীর পুত্রবধূ

খুলনা ব্যুরো

খুলনায় প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দের পুত্রবধূ সুলগ্না বসুর বিরুদ্ধে একই সঙ্গে দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করার অভিযোগ উঠেছে। শ্বশুরের প্রভাব খাটিয়ে দুটি কলেজে চাকরি নেন তিনি। অন্যদিকে প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রী উষা রানী চন্দ স্কুলশিক্ষক হলেও প্রায় সাত বছর ধরে তিনি ক্লাস নেন না। অভিযোগ উঠেছে, চুক্তিভিত্তিক লোককে তিনি তার বদলি হিসেবে স্কুলে ক্লাস নেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন।

চুক্তিভিত্তিক লোক দিয়ে ক্লাস করান স্কুলশিক্ষক স্ত্রী

জানা যায়, ২০১৩ সালের জুলাই মাসে প্রতিমন্ত্রীর মেজ ছেলে সত্যজিৎ চন্দ্র চন্দের স্ত্রী সুলগ্না বসুকে ফুলতলা রি-ইউনিয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা প্রভাষক পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ওই সময় স্কুলের সভাপতি ছিলেন প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ। অপরদিকে ২০১৫ সালে ডুমুরিয়া উপজেলার শহীদ স্মৃতি মহিলা (ডিগ্রি) মহাবিদ্যালয়ে কয়েকটি পদে নিয়োগ দেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। প্রতিমন্ত্রীর পুত্রবধূ সুলগ্না বসু ওই কলেজেও বাংলা প্রভাষক পদে নিয়োগ পেতে আবেদন করেন। সে সময়ও প্রতিমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কলেজ কমিটির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। তবে নিজের পুত্রবধূর নিয়োগ নিয়ে সমালোচনা এড়াতে সে সময় প্রতিমন্ত্রী সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি নেন। তিনি তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সামছুদৌজাকে কলেজের সভাপতির দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বরাবর ডিও লেটার দেন। গত বছর ৩০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সুলগ্না বসু বাংলা প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। ৯ নভেম্বর ওই কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। শহীদ স্মৃতি মহিলা (ডিগ্রি) মহাবিদ্যালয়ে নিয়োগের প্রায় এক বছর পরও তিনি তার আগের প্রতিষ্ঠান ফুলতলা রি- ইউনিয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে অব্যাহতি নেননি।

এ বিষয়ে ফুলতলা রি-ইউনিয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফুল্ল চন্দ্র চক্রবর্তী মুঠোফোনে শুক্রবার যুগান্তরকে বলেন, 'সুলগ্না বসু প্রায় ১০ মাস ধরে কলেজে আসেন না। মাতৃত্বকালীন ছুটি নেয়ার পর থেকে আর কোনো যোগাযোগও করেননি। অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। কলেজের বাংলা প্রভাষক পদটি আপাতত একজন খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে চালানো হচ্ছে।'

বেসরকারি কলেজ নিয়োগবিধি অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই একই সঙ্গে দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পারবেন না। তবে নিয়ম না মেনেই প্রতিমন্ত্রীর পুত্রবধূ দুটি প্রতিষ্ঠানে নিজের পদ ধরে রেখেছেন।

অপরদিকে শহীদ স্মৃতি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, 'সুলগ্না বসু অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন কিনা আমার জানা নেই। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতেই তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তবে তিনি নিয়মিত ক্লাস করেন না। মাঝে মধ্যে ক্লাসে আসেন।'

দুটি কলেজের শিক্ষক- ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

খুলনায় একসঙ্গে দুই কলেজের শিক্ষক প্রতিমন্ত্রীর পুত্রবধূ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কর্মচারীদের অভিযোগ, দু'পদেই নিজের অবস্থান ধরে রাখতে চান সুলগ্না বসু, যাতে আগে যে প্রতিষ্ঠান এমপিও পাবে সেখানেই তিনি চূড়ান্তভাবে যোগদান করতে পারেন।

এদিকে প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রী উষা রানী চন্দ রাজীবপুর মৈখালী বহুমুখী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ১৯৮৮ সালে তিনি ওই স্কুলে যুক্ত হন। কিন্তু নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তিনি স্কুলে যান না, ক্লাসও নেন না। স্থানীয় উলা গ্রামের রামপদ দাশের মেয়ে অঞ্জলী রানীকে চুক্তিভিত্তিক ক্লাস নেয়ার দায়িত্ব দেন। ৫ বছর এভাবে চলার পর অঞ্জলী রানী ভারত চলে যান। এরপর ক্লাস নেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয় উপজেলার হাজিডাঙ্গা গ্রামের নারায়ণ চন্দ্র জোয়ারদার ও রাজীবপুর গ্রামের আসলাম হোসেন পেয়াদাকে। বর্তমানে স্থানীয় রাজীবপুর গ্রামের হাবিবুর রহমান শেখের স্ত্রী মর্জিনা বেগমকে দিয়ে চুক্তিভিত্তিক ক্লাস করানো হচ্ছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রতিমন্ত্রীর বাড়ি গিয়ে বেতনসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে উষা রানীর সই নিয়ে আসেন।

জানা গেছে, চাকরি নেয়ার সময় উষা রানী পারিবারিক তথ্যও গোপন করেছেন। তিন ছেলের মধ্যে তার বড় ছেলে বিশ্বজিৎ চন্দ্র চন্দ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন হিসেবে কর্মরত। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে পাঠানো পারিবারিক তথ্য বিবরণীতে তিনি বড় ছেলের নাম উল্লেখ করেননি।

এ বিষয়ে রাজীবপুর মৈখালী বহুমুখী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুশান্ত কুমার মণ্ডল শুক্রবার বিকালে যুগান্তরকে বলেন, 'বিষয়টি সবার জানা। প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রীর ব্যাপারে কোনোরূপ মন্তব্য করতে আমি বিব্রত বোধ করি।'